PRESS RELEASE

স্থান
কক্সবাজার

তারিখ
১২ জানুয়ারী ২০২৩

ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের নতুন বহিঃবিভাগ উদ্বোধন

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর আর্থিক সহযোগিতায় কক্সবাজারের ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালের নতুন বহিঃবিভাগ (আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট / ওপিডি) কমপ্লেক্স চালু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি'র উপস্থিতিতে আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই বহিঃবিভাগ হস্তান্তর করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, "নবনির্মিত এই বহি:বিভাগে রয়েছে আধুনিক সার্জারি, অর্থপেডিক, কার্ডিওলজি, ডেন্টাল, মা ও শিশু সেবা সহ নানাবিধ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, যা কক্সবাজারের জনসাধারণের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আধুনিক চিকিৎসাসেবার এই ভবন নির্মাণে সহায়তার জন্য আমি ইউএনএইচসিআর-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।"

ইউএনএইচসিআর এই কমপ্লেক্সের নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও যাবতীয় ফার্নিশিং-এর কাজ সম্পন্ন করেছে, যেন কক্সবাজারে বসবাসরত বাংলাদেশী জনগণ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সময়োপযোগী জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা এবং উন্নত সেবা পেতে পারেন। এখানে থাকবে চক্ষু ও দন্ত বিভাগের সর্বোপরি সেবা, এবং বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার পরামর্শ নেয়ার সুযোগ। আধুনিক লিফট, অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এই কমপ্লেক্সের মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে।

ইউএনএইচসিআর-এর কক্সবাজার কার্যালয়ের প্রধান ইয়োকো আকাসাকা বলেন, "এই সদর হাসপাতাল কক্সবাজার জেলা ও এর নিকটবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা শরণার্থী রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। নতুন এই কমপ্লেক্সের মাধ্যমে কক্সবাজারের স্বাস্থ্যসেবা আরও জোরদার ও পরিশীলিত হবে; এর পাশাপাশি বিদ্যমান স্থাপনার উপর থেকে চাপ কমবে অনেকাংশে"।

তিনতলা ব্যাপী বিস্তৃত ৭৮টি রুমের এই বহিঃবিভাগ বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর সাথে এটি কক্সবাজারের মানুষের – স্থানীয় বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের – জীবন ও জীবনমান উন্নয়নে আমাদের চলমান কাজের উদাহরণ।

কক্সবাজার জেলার স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে ইউএনএইচসিআর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে, ২০২০ সালে ইউএনএইচসিআর এই সদর হাসপাতালের প্রথম আইসিইউ (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) নির্মাণ করেছে, যার সকল সরঞ্জাম ইউএনএইচসিআর-এর আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত হয়। ইনটেনসিভ কেয়ার ও হাই ডিপেন্ডেন্সি বেড মিলিয়ে মোট ১৮ শয্যার এই আইসিইউ-তে পুরো জেলা থেকে আগত গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়েছিল, এবং এতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রেফারেলের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউএনএইচসিআর আইসিইউ-টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক কর্মকান্ড শুরুর প্রথম থেকেই ইউএনএইচসিআর ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি কক্সবাজারের স্থানীয় জনগনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে; তবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসেবা গ্রহণের সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকায় শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণের জন্য এ ধরণের নতুন স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
রেজিনা ডি লা পোর্টিলাঃ ০১৮৪৭৩২৭২৭৯; delaport@unhcr.org
মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনঃ ০১৩১৩০৪৬৪৫৯; hossaimo@unhcr.org